আধারকার্ডের জন্য ভোর থেকে লাইন দিচ্ছেন গ্রাহকরা

তুহিন শুভ্র আগুয়ান
পূর্ব মেদিনীপুর

বর্তমান সময়ে দেশের নাগরিকদের কাছে আধার কার্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র হিসেবে গন্য। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই আধার কার্ড বিশেষ দরকারি হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মিড ডে মিল, বিভিন্ন পেনশন, স্কুল কলেজে ভর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন আধার কার্ড অতি আবশ্যক। তাই বর্তমানে মানুষের কাছে আধার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র। আজ থেকে প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে দেশের প্রায় সমস্ত মানুষকে আধারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এর থেকে বাদও পড়ে যান বহু মানুষ। আবার কোনো মানুষের আধারকার্ড তোলা হলেও সেখানে বহু তথ্য ও বানান ভুল থাকায় ওই আধার নিয়ে নানান সমস্যায় পড়তে হয়। তাই তাদের এখন একমাত্র উপায় আধার সংশোধন করা। কিন্তু এই আধার সংশোধন করতে গিয়েও নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন গ্রাহকরা। গত প্রায় ছয়মাস ধরে এমনই সমস্যায় ভুগছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাবাসী। আগে ব্লক অফিস বা পুরসভা অফিসে আধারের সমস্ত কাজ করা হত। বেসরকারিভাবে বহু সাইবার ক্যাফেতেও আধারের সমস্ত কাজ করার জন্য আধার সংস্থা ইউআইডিএআই অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু তা গত কয়েকমাস আগে খারিজ করা হয়। এমনকি সরকারি ব্লক অফিস ও পুর অফিস গুলিতেও আধারের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরফলে সাধারণ গ্রাহকরা চরম সমস্যায় পড়তে থাকেন। এমনসময় জেলার কয়েকটি ব্যঙ্কশাখায় আধারের কার্যক্রম চালু হয়। সেখানে বাঁধাধরা নিয়ম করে রোজ ২০-৩০ জনের বেশি আধার কার্ড করেছেন। অনেকে আবার লাইনে দাঁড়িয়েও ৩০ জনের মধ্যে না থাকায় আধারের কাজ না করেই তাদের ফিরতে হচ্ছে। বর্তমানে মিড-ডে-মিলের ব্যাপারেও ব্যাপক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আট থেকে আশি সবাই আধারের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকে আগে মোট ৩টি জায়গায় আধার কার্ডের কাজ করা হত। কিন্তু এখন তা শুধুমাত্র একটি ব্যাঙ্কে কাজ করা হচ্ছে। ফলে ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও আধারকার্ড হচ্ছেনা বহু মানুষের। অপরদিকে সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত চৈতন্যপুরে একটি ব্যাঙ্কশাখায় বলা হচ্ছে ওই ব্যাঙ্কের গ্রাহক হতে হবে, তবেই তিনি আধারকার্ড করবেন না সংশোধন করবেন তা নিয়ে এখন মানুষের মাথায় হাত পড়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় আধার কার্ড তৈরি করাতে সাধারণ মানুষ চরম সমস্যার সম্মুখীন। এমতবস্থায় দেশের একজন সাধারণ নাগরিক এবং আধার কার্ড সুপারভাইজার হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন পুনরায় আবার ব্লক অফিস, অঞ্চল অফিস, পুরসভা এবং আধার সেন্টার গুলোতে আধার কার্ড শুরু করা হোক। আধারকার্ড নিয়ে এই সমস্যা আট থেকে আশি সকলেরই। ফলে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক এমনটাই চাইছেন গ্রাহকরা।

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অর্দ্ধ বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

প্রমীলা জনকল্যাণ সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার অন্তর্গত পূর্ব-দক্ষিণ ময়না গ্রামে অবস্থিত প্রমীলা জনকল্যাণ সংঘের উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ স্বপনকুমার পাঁজা, ময়না ২ নং অঞ্চলের বিদায়ী প্রধান নমীতা দোলই, সমাজসেবী দিলীপকুমার দোলই, গোপালচন্দ্র বর্মন প্রমুখ। সংঘের সভাপতি অতুলচন্দ্র মন্ডল বলেন, বছরের বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকি। প্রচন্ড গরমে রক্তের অভাব মেটানোর লক্ষ্যে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই দিন মোট ৫০ জন রক্তদান করেন, এঁদের মধ্যে ১০ জন মহিলা।

হলদিয়া পৌরসভা

সিটি সেন্টার ঃ দেভোগ ঃ হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর

মেমো নং-৩৬৪১/এইচ.এম/২০১৮ — তারিখ-২৮/০৬/২০১৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, হলদিয়া পৌরসভার নিয়ন্ত্রানাধীন নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী পুকুর গুলি মৎস্য চাষের জন্য ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত লিজ বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। ইচ্ছুক নাগরিক/সংস্থা প্রভৃতিদের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী পৌরসভার অফিসে দরপত্র জমা দেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি পুকুরের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র জমা দিতে হবে।

নিয়মাবলী

১. পুকুরের জল স্থানীয় জনসাধারন স্নান ও গৃহের অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করেন, সেহেতু পুকুরের জল স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে হবে, কোনোও ভাবে জল দূষিত করা যাবেনা।
২. মাছ চাষ ও তার রক্ষনাবেক্ষনের সমূহ খরচ লীজ গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।
৩. পুকুর বা পুকুরের জল অন্য কোন ব্যক্তিকে সাবলীজ দিতে পারবে না।
৪. পুকুর পাড়ে বা জলে কোনরকম স্থায়ী কাঠামোযুক্ত ঘর করা যাবে না।
৫. কোন কারন না দর্শাইয়া যে কোন সময়ে লীজচুক্তি প্রত্যাহার করার অধিকার কর্তৃপক্ষের থাকিবে।
৬. লীজ শেষ হওয়ার পূর্বাহ্নে জাল দিয়ে মাছ ধরার কাজ শেষ করতে হবে, কোনভাবে জল কমানো যাবে না।
৭. সর্বোচ্চ দরপত্র প্রদানকারীকে ডাকের সমূহ টাকা ডাকের দিনই জমা দিতে হইবে। জমা দিতে না পারলে দ্বিতীয় দরপত্রকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
৮. দরপত্র প্রদানকারীদের অংশগ্রহনের জন্য ৫০,০০০.০০ টাকা আমানত হিসাবে (ফেরৎ যোগ্য) ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট জমা দিতে হবে পৌরসভায় সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।

ঃ পৌর-নিয়ন্ত্রানাধীন পুকুরের তালিকা ও বিবরন ঃ

ক্রমিক নং	পুকুরের অবস্থান	আনুমানিক এরিয়া/পরিমান	তারিখ	সরকারী ভাবে ডাকের নুন্যতম মূল্য
১	দুর্গাচক হাউসিং স্টেট	৪৫০ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	৪,০৫,০০০.০০
২	সুকান্ত নগর কলোনী (মসজিদের নিকট)	১০৫ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	৯৪,৫০০.০০
৩	রামনগর আর/সি কলোনী, ব্লক এ	৮৬১ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	৭,৭৪,৯০০.০০
৪	রামনগর আর/সি কলোনী, (ব্লক এফ)	৫৩১ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	৪,৭৭,৯০০.০০
৫	দুর্গাচক নিউ আর/সি কলোনী(মুসলিম পল্লীর নিকট)	৬০০ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	৫,৪০,০০০.০০
৬	ক্ষুদিরাম নগর মুসলিম পল্লী (বৈশাখী ব্লকের নিকট)	৪৭৬ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	৪,২৮,৪০০.০০
৭	ক্ষুদিরাম নগর শ্রাবনী এবং হৈমন্তী ব্লক(সরোজ মাইতি বাড়ির নিকট)	১২১৭ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	১০,৯৫,৩০০.০০
৮	ভবানীপুর নিবেদিতা নগর (গুরুপদ পাল বাড়ির নিকট)	১১৯ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	১,০৭,১০০.০০
৯	ভবানীপুর নিবেদিতা নগর (সুকেশ ভূঁয়া বাড়ির নিকট)	৩৩৩ ডেসি	০৯.০৭.২০১৮	২,৯৯,৭০০.০০
১০	ক্ষুদিরাম নগর (ক্লাস্টার হাউসের নিকট)	২৬০ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	২,৩৪,০০০.০০
১১	ভবানীপুর নিবেদিতা নগর (ইউ। টি। আই গোডাউনের নিকট)	১২৩ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	১,১০,৭০০.০০
১২	ভবানীপুর (কমিউনিটি সেন্টারের নিকট, বাবাজী বাসা)	১০৬ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	৯৫,৪০০.০০
১৩	ক্ষুদিরাম নগর চৈতী ব্লক (শশধর মন্ডল বাড়ির নিকট)	৪৪৬ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	৪,০১,৪০০.০০
১৪	ক্ষুদিরাম নগর (পৌর পাঠভবন)	৩৪৬ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	৩,১১,৪০০.০০
১৫	ক্ষুদিরাম নগর চৈতী ব্লক (সংস্কৃতি চক্রের নিকট)	২০৭ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	১,৮৬,৩০০.০০
১৬	ক্ষুদিরাম নগর ফাল্গুনী ব্লক (নির্মল বেরা বাড়ির নিকট)	৮৭ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	৭৮,৩০০.০০
১৭	ভবানীপুর নিবেদিতা নগর (শশধর পট্টনায়েক বাড়ির নিকট)	৭৪ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	৬৬,৬০০.০০
১৮	ভবানীপুর নিবেদিতা নগর (মোবাইল টাওয়ারের নিকট)	১১৯ ডেসি	১০.০৭.২০১৮	১,০৭,১০০.০০
১৯	রামনগর কলোনী, ব্লক- জি	৫৮৬ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	৫,২৭,৪০০.০০
২০	বিশ্বনাথদত্তেরচক	১৩৬ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	১,২২,৪০০.০০
২১	গান্ধীনগর, ব্লক বি	৯৯ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	৮৯,১০০.০০
২২	গান্ধীনগর, ব্লক ডি	১২৩ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	১,১০,৭০০.০০
২৩	পূর্ব শ্রীকৃষ্ণপুর কলোনী	৯০ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	৮১,০০০.০০
২৪	চকদ্বিপা ব্লক - এ, বি, এরিয়া	৩৪ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	৩০,৬০০.০০
২৫	বাড়ঘাসীপুর স্টেডিয়ামের নিকট	৩০০ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	৩,৬০,০০০.০০
২৬	বনবিষ্ণুপুর কলোনীতে	২০ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	১৮,০০০.০০
২৭	ডিঙ্ঘাসীপুর কবরস্থান এলাকায়	৬০ ডেসি	১১.০৭.২০১৮	৫৪,০০০.০০

স্বাঃ/-
চেয়ারম্যান
হলদিয়া পৌরসভা

ছাত্র-ছাত্রীদের বাস ভাড়ায় ছাড় না দেওয়া হলে কড়া ব্যবস্থা ঃ শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বাসে যদি ভাড়ায় কন্‌সেশন ভাড়া নেওয়া না হয়, সেক্ষেত্রে লিখিত অভিযোগ এলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ সার্কিট হাউসে এসে এমনই জানালেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত কয়েকদিন ধরেই মেদিনীপুর শহর তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বাস ভাড়ায় কন্‌সেশন দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আজকে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কন্‌সেশন দিতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে যদি না দেওয়া হয় এবং যদি লিখিত অভিযোগ আসে সেক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সম্প্রতি লালগড়ে বাস দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবারের হাতে রাজ্য পরিবহন দপ্তর ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফ থেকে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আহতদের ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নিহতের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে সেই চেক তুলে দেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে আরও জানান যে, বাসের ছাদে থাকার দরুন এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাই বাসের ছাদে যাতে কেউ না ওঠেন সেদিকে নজর রাখা দরকার।

ক্ষীরপাই-এ হুল দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই সিধু-কানু-খেরওয়াল সমাজ কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬৪তম হুল দিবস উদযাপন হয়ে গেল শনিবার। ক্ষীরপাই টাউন হল ও পৌর ময়দানে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ক্ষীরপাই পৌরসভার চেয়ারম্যান দুর্গাশংকর পান। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন ড. মারুনা মুর্ম্মু, আয়েষা খাতুন, জিতু সরেন, গার্গী দাস বক্সী, গৌতম ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। সারা রাজ্যের সাথে ক্ষীরপাই পৌর এলাকায় প্রতি বছরই হুল দিবস পালিত হয়। প্রতি বছরের মত এবছরও হুল দিবসের তাৎপর্য জনমানসে তুলে ধরা হয়। কয়েক হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।